প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ

ইউনিট 6

ভূমিকা

আমরা জানি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অর্থ প্রয়োজন। অর্থ হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি। এ অর্থের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে একটি উৎস হলো প্রাপ্য টাকা। এটি সাধারণত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ ঠিক রেখে নগদ টাকা আদায় ও নতুন প্রাপ্য হিসাব সৃষ্টির জন্য একটি কার্যকর ক্রেডিট পলিসি আবশ্যক।

মুখ্য শব্দ	প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য বিল, প্রাপ্য নোট, অনাদায়ি পাওনা, অনাদায়ি পাওনা সঞ্চিতি, বিল বাট্টাকরণ, বিল নবায়ন, বিল প্রত্যাখ্যান।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-৬.১ প্রাপ্য হিসাব ও এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাপ্য হিসাব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রাপ্য টাকার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাপ্য হিসাব

প্রাপ্য শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পাওনার পরিমাণকে বুঝায়। এটি সাধারণত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এসব প্রাপ্য হিসাব ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যাবলির কারণেই হয়ে থাকে। এর দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট দাবীকে বুঝায় যা পরবর্তী যে কোনো সময় নগদে আদায় করা হবে। প্রাপ্য হিসাব আদায়কাল বিভিন্ন মেয়াদি হয় যেমন ৩০ দিন, ৬০ দিন ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ রীতা ট্রেডার্স ৫০,০০০ টাকায় পণ্য নেত্র ট্রেডার্সের নিকট ধারে বিক্রয় করল। নেত্র ট্রেডার্স ৬০ দিন পরে এ ক্রীত পণ্যের পাওনা অর্থ পরিশোধ করবে মর্মে নিশ্চয়তা দিল। এক্ষেত্রে রীতা ট্রেডার্স এর প্রাপ্য হিসাবে টাকার পরিমাণ হবে ৫০,০০০ টাকা। এ প্রাপ্য হিসাবের টাকা রীতা ট্রেডার্স, নেত্র ট্রেডার্স এর নিকট থেকে ২ মাস পরে নগদে আদায় করবে।

প্রাপ্য হিসাবকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তরল সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

অবশেষে বলা যায় যে, ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য ক্রেতা যখন বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধের জন্য যে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন তাকে প্রাপ্য হিসাব বলে।

প্রাপ্য হিসাবের প্রকারভেদঃ

প্রাপ্যসমূহ হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য অর্থ যা সচরাচর ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এ প্রাপ্য হিসাব সাধারণত প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব বা চলতি সম্পত্তি। এ সমস্ত চলতি সম্পদ থেকে সাধারণত এক বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে নগদ টাকা পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হয়। প্রাপ্য হিসাবকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. প্রাপ্য হিসাব (Account receivable), ২. প্রাপ্য নোট (Notes receivable), ৩. অন্যান্য প্রাপ্য হিসাব (Others receivable)

প্রাপ্য হিসাব (Account receivable): প্রাপ্য হিসাব হলো ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য অর্থ। এ ধরণের প্রাপ্য হিসাবের আদায় মেয়াদ বিভিন্ন মেয়াদী হয়ে থাকে। প্রাপ্য হিসাব এর টাকা সাধারণত ৩০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় করা যাবে বলে ধরে নেয়া হয়। প্রাপ্য হিসাবের উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আফনানের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা। এখানে ধারে বিক্রয় বাবদ আফনানের নিকট পাওনা ৫০,০০০ টাকা প্রাপ্য হিসাব।

প্রাপ্য নোট (Notes receivable): সাধারণত ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবাদানের মাধ্যমে প্রাপ্য হিসাবের সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য আনুষ্ঠানিক লিখিত প্রতিশ্রুতিকে প্রাপ্য নোট বলে। যেমন- সাকিবের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ৩ মাস মেয়াদি ২০,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পাওয়া গেল। এ প্রাপ্য নোট ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বাইরেও বিভিন্ন কারণে এ ধরনের নোট সৃষ্টি হতে পারে। এটি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের শর্তহীন লিখিত অঙ্গীকারনামা। প্রাপ্য নোটের আদায় মেয়াদ ৩০ দিন থেকে ৯০ দিন বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য হয়ে থাকে। প্রাপ্য নোটের ধারক মেয়াদ পূর্তির পূর্বে প্রয়োজন হলে ব্যাংক থেকে প্রাপ্য নোট বাট্টাকরণের মাধ্যমে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে।

অন্যান্য প্রাপ্য হিসাব (Others receivable): অন্যান্য প্রাপ্যসমূহের মধ্যে সকল প্রকার অকারবারি প্রাপ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন : প্রাপ্য সুদ, প্রাপ্য কমিশন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে প্রদত্ত ঋণ, কর্মচারীগণকে প্রদত্ত অগ্রিম ইত্যাদি অন্যান্য প্রাপ্য হিসাবের উদাহরণ। এগুলো স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্টি হয় না বলে এদেরকে আলাদা দফা হিসেবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়।

উদাহরণ:

নিম্নে তিনটি প্রাপ্য হিসাবের লেনদেন তুলে ধরা হলো।

ক. ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৪০,০০০ টাকা –প্রাপ্য হিসাব।

খ. সেবা প্রদানের পণ্য ২০,০০০ টাকায় একটি নোট পাওয়া গেলো –প্রাপ্য নোট।

গ. কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম ১,৫০০ টাকা –অন্যান্য প্রাপ্য হিসাব।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাপ্য হিসাব সৃষ্টির ফলে একজন ব্যবসায়ী কি কি সুবিধা পেতে পারেন উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

- সাধারণত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্য হিসাবের সৃষ্ঠি হয়। এটি বিভিন্ন মেয়াদের হয়ে থাকে। যেমন ১ মাস, ২ মাস, ৩ মাস মেয়াদি।
- ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরণের প্রাপ্য হিসাবের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট এবং অন্যান্য প্রাপ্য হিসাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. প্রাপ্য হিসাবের সৃষ্টি হয় সাধারণত-
ক. ধারে ক্রয়ের ফলে খ. ধারে বিক্রয়ের ফলে গ. নগদ ক্রয়ের ফলে ঘ. ধারে ক্রয়ের ফলে

২. প্রাপ্য হিসাবকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়
ক. ২ ভাগে খ. ৪ ভাগে গ. ৩ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

৩. প্রাপ্য কমিশন কোন হিসাবের অন্তর্ভূক্ত হয়?
ক. প্রাপ্য হিসাব খ. প্রাপ্য নোট গ. প্রদেয় হিসাব ঘ. অন্যান্য প্রাপ্য হিসাব

৪. প্রাপ্য টাকার সৃষ্টি হয়–
i. ধারে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ii. ধারে সেবা প্রদানের মাধ্যমে iii. ধারে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬.২ প্রাপ্য হিসাবের মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন প্রকার প্রাপ্য হিসাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- প্রাপ্য হিসাবের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাপ্য হিসাবের মূল্যায়ন

১৯৩০ সালের বিক্রয় আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রিত পণ্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তর হলেই প্রাপ্য হিসাবের স্বীকৃতি পায়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদান শেষ হলেই প্রাপ্য হিসাবের স্বীকৃতি পায়।

পরিশেষে বলা যায়, ধারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য বা ধারে সেবা প্রদানের জন্য প্রাপ্য হিসাবের সৃষ্টি বা প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার ক্রেতার নিকট থেকে বিক্রিত পণ্য ফেরত আসলে কিংবা ক্রেতার নিকট থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় হলে প্রাপ্য হিসাব হ্রাস পায়। নিচে এ সংক্রান্ত একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি তুলে ধরা হলো :

উদাহরণঃ

নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো জাফর এন্ড কোং-এর হিসাব বই থেকে নেয়া হয়েছে।

২০১৬

জুন ৬ : ছালামের নিকট ধারে বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা। ২/১০, নিট ৩০ দিন।

জুন ১০ : বিক্রিত পণ্য ফেরত আসল ৫,০০০ টাকা।

জুন ১৫ : ছালামের নিকট হতে পাওনা সমুদয় অর্থ আদায় হলো।

সমাধান :

জাফর এন্ড কোং

জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৬					
জুন-৬	প্রাপ্য হিসাব-ছালাম	ডেবিট		৫০,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			৫০,০০০
	[∵ ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলো]				
জুন-১০	বিক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট		৫,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব- ছালাম	ক্রেডিট			৫,০০০
	[∵ বিক্রিত পণ্য ফেরত আসল]				
জুন-১৫	নগদান হিসাব	ডেবিট		৪৪,১০০	
	বিক্রয় বাট্টা হিসাব	ডেবিট		৯০০	
	প্রাপ্য হিসাব ছালাম	ক্রেডিট			৪৫,০০০
	[∵ বাট্টা বাদে প্রাপ্য হিসাবের সমুদয় টাকা পাওয়া গেল]				

প্রাপ্য হিসাবসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ:

Issues associated with account receivable বা ধারে সেবা প্রাপ্তির জন্য ক্রেতা যখন বিক্রেতাকে টাকা পরিশোধের যে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তাকে প্রাপ্য হিসাব বলে। প্রাপ্য হিসাবসমূহ বিভিন্ন মেয়াদি হয়ে থাকে। প্রাপ্য হিসাব বা প্রাপ্য নোট হিসাবরক্ষণের কয়েকটি মৌলিক বিষয় নিম্নে উল্লেখপূর্বক আলোচনা করা হলো :

১. প্রাপ্য হিসাবসমূহের শনাক্তকরণ (Recognizing account receivable) : ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের ফলেই প্রাপ্য হিসাবের সৃষ্টি হয়। যখন পণ্যের মালিকানা বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়, তখনই প্রাপ্য হিসাবসমূহ লিপিবদ্ধকরণের জন্য চিহ্নিত করতে হয়।

২. প্রাপ্য হিসাবসমূহের পরিমাণ নির্ধারণ (Valuing of account receivable) : প্রথমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য হিসাবসমূহকে সঠিকভাবে এবং সঠিক পরিমাণ শনাক্ত করতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ হলো প্রাপ্য হিসাবকে আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হবে।

৩. প্রাপ্য হিসাবসমূহের অবসায়ন (Disposing account receivable) : ব্যক্তি বা কারবার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নগদে পণ্য ক্রয় করে বাকীতে পণ্য বিক্রয় করার কার্যই মূলত প্রাপ্য হিসাবের উৎপত্তি। এটি বিভিন্ন মেয়াদি হয়ে থাকে। সাধারণত প্রাপ্য হিসাবসমূহের নিকট হতে অর্থ আদায় করতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে যায়। অনেক সময় কোম্পানিসমূহ নগদ অর্থের অত্যধিক প্রয়োজনের লক্ষ্যে প্রাপ্য হিসাবসমূই বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করে দেয়।
এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রাপ্য হিসাবসমূহের অবসায়ক বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাপ্য হিসাবের হ্রাস ও বৃদ্ধির ২টি করে কারণ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ধারে পণ্য বিক্রয়য়ের জন্য প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি পায়; অপরদিকে প্রাপ্য হিসাবের নিকট থেকে অর্থ আদায় হলে প্রাপ্য হিসাব হ্রাস পায়।
- প্রাপ্য হিসাব বা নোট বিভিন্ন মেয়াদি হয়ে থাকে তবে নগদ টাকা প্রয়োজন হলে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য হিসাব বিক্রি করে প্রাপ্য বিলের অবসায়ন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়–
ক. প্রাপ্য হিসাব খ. প্রদেয় হিসাব গ. নগদান হিসাব ঘ. ব্যাংক হিসাব

২. প্রাপ্য হিসাবকে কোন ধরণের সম্পদ হিসাবে দেখানো হয়–
ক. চলতি সম্পদ খ.স্থায়ী সম্পদ গ. ভূয়া সম্পদ ঘ.অলীক সম্পদ

৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য হিসাব বিক্রি করে নগদ টাকা সংগ্রহকে বলে–
ক. নবায়ন খ. অবসায়ন গ. অধিগ্রহণ ঘ. শনাক্তকরণ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।
জনাব আফনান–এর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ১,১০,০০০ টাকা। লিখিত অনাদায়ী দেনার পরিমাণ ৮,০০০ টাকা এবং অলিখিত অনাদায়ী দেনার পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখা হয়।

৪. আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ কত?
ক. ১,০০,০০০ টাকা খ. ১,১০,০০০ টাকা গ. ৯৫,০০০ টাকা ঘ. ১,০২,০০০ টাকা

৫. বছর শেষে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ কত হিসাবভুক্ত হবে–
ক. ৮,০০০ টাকা খ. ১৮,০০০ টাকা গ. ৫,০০০ টাকা ঘ. ১০,০০০ টাকা

পাঠ-৬.৩ অনাদায়ী পাওনা ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অনাদায়ী পাওনা কাকে বলে বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কী বর্ণনা করতে পারবেন।
- সন্দেহজনক অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন।

অনাদায়ী পাওনা

বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, বেড়েছে প্রতিযোগিতা। প্রতিটি ব্যবসায়ীর লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন। এ মুনাফা অর্জনের জন্য প্রতিটি ব্যবসায়ীকেই নগদ বিক্রয়ের পাশাপাশি ধারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে হয়। এ ধারে বিক্রয়ের ফলে সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্য হিসাবের সৃষ্টি হয়। ধারে পণ্য বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্রেতার ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করে। তবুও বিভিন্ন কারণে দেনাদারের নিকট হতে সম্পূর্ণ টাকা আদায় করা যায় না। এর কারণস্বরূপ খরিদ্দারের দেউলিয়াত্ব, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, ব্যবসা বন্ধ, আকস্মিক মৃত্যু কিংবা টাকা প্রদানের অনিচ্ছাকে দায়ী করা হয়।

তাই বলা যায় যে, সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে দেনাদারের নিকট হতে যে পরিমাণ অর্থ আর আদায় করা যাবে না, তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে। এ অনাদায়ী পাওনা বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

উদাহরণস্বরূপ আফিক ট্রেডার্স এর ২০১৫ সালের মোট ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১০,০০,০০০ টাকা। এর মধ্যে ডিসেম্বর ৩১, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৩,০০,০০০ টাকা। পরবর্তীতে দেখা গেলো উল্লেখিত প্রাপ্য হিসাবের মধ্য থেকে একজন প্রাপ্য হিসাবধারী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার নিকট প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ছিল ১০,০০০ টাকা। এ টাকা আর পাওয়া যাবে না বিধায় এটি অনাদায়ী পাওনা হিসেবে গণ্য হবে। এর জন্য জাবেদা দাখিলা হবে নিম্নরূপ :

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৫ ডিসে.-৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব ..... ডেবিট		১০,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব ..... ক্রেডিট			১০,০০০

অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি:

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়েছে। ধারে বিক্রয় হতে সৃষ্ট প্রাপ্য হিসাবের টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে জটিলতা, অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। ফলে প্রয়োজনের সময় প্রাপ্য হিসাবের নিকট হতে কাঙ্খিত অর্থ আদায় নাও হতে পারে। এরূপ পরিস্থিতি হলে প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ধরণের আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে কারবারে সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কৌশল অবলম্বন করে। এ কৌশলটি হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখা।

ব্যবসায়িক পরিক্রমায় দেখা যায় যে, অনেক প্রাপ্য হিসাবের নিকট হতে প্রাপ্য টাকা আদায় করা যাবে কি না এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা নিশ্চিত কিংবা সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। এ ধরনের প্রাপ্য হিসাবধারীগণ তাদের টাকা পরিশোধ করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। আর এ অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয় , তাই অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি।

অতএব, অনাদায়ী পাওনাজনিত ক্ষতিপুরণের জন্য যদি লাভের কিছু অংশ পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হয় তাহলে ঐ সংরক্ষিত অর্থই অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি। এটিকে ব্যবসায়ের সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে আগাম ব্যবস্থা বলে।

এর ফলে একদিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত নিট লাভ হ্রাস পায় এবং অপরদিকে এটি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়কে বৃদ্ধি করে। এটি কারবারে অন্তর্দায় হিসেবে বিবেচিত।

উদাহরণস্বরূপ সুমি ট্রেডার্স এর ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫,০০,০০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা। অনুমান করা হলো যে, ঐ প্রাপ্য হিসাব থেকে ১৫,০০০ টাকা আদায়যোগ্য হবে না। উক্ত আনুমানিক অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির জাবেদা হবে নিম্নরূপ :

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৬ ডিসে-১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব ..... ডেবিট অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি হিসাব .... ক্রেডিট		১৫,০০০	 ১৫,০০০

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩১৫,০০০ টাকা এর মধ্যে ১৫,০০০ টাকা অনাদায়ী পাওনা; অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৭.৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ কত হবে নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

- ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা যাচাই করে ধারে পণ্য বিক্রয় করার পর প্রাপ্য হিসাবের কিছু টাকা যদি সব রকম চেষ্টা চালিয়েও আদায় করা না যায়, তবে তাই হল অনাদায়ী পাওনা।
- আকস্মিক অর্থ সংকট, কারবারের মুনাফা অক্ষুন্ন এবং সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৌশলস্বরূপ অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সর্বাত্মক চেষ্ঠা চালিয়ে বিক্রেতা প্রাপ্য হিসাবের নিকট হতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় হয় না তাকে বলে–
   ক. সুনাম খ. ব্যাংক জমাতিরিক্ত
   গ.অনাদায়ী পাওনা ঘ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি

২. অনদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি কারবারে প্রতিষ্ঠানের–
   ক. বহিঃদায় খ. অন্তর্দায়
   গ. দীর্ঘমেয়াদী দায় ঘ. স্বল্পমেয়াদী দায়

৩. প্রাপ্য হিসাবের সম্পূর্ণ টাকা আদায় না হওয়ায় কারণ খরিদ্দারের–
   i. দেউলিয়াত্ব
   ii. আর্থিক অস্বচ্ছলতা
   iii. ব্যবসা সম্প্রসারণ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. i ও ii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ অনাদায়ী পাওনা এবং সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির হিসাবভুক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অনাদায়ী পাওনা হিসাবভূক্ত করতে পারবেন।
- অনাদায়ী পাওনা হিসাবভূক্তির পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি হিসাবভূক্ত করতে পারবেন।

অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্তিঃ

প্রাপ্য হিসাবধারীদের নিকট থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যে পরিমাণ অর্থ আর আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে। এ অনাদায়ী পাওনা বা অনাদায়যোগ্য হিসাবসমূহের পরিমাণ ও হিসাবভুক্ত করার জন্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

যথা :

১. প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি (Direct method)

২. ভাতা বা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি (Allowance or provision Method)

১. প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতিতে যখন প্রাপ্য হিসাবের পাওনা আর অদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, এ মর্মে নিশ্চিত হওয়া যায় তখন উক্ত পাওনা যে বর্ষে অনাদায়ী হয় সেই বর্ষের সংশ্লিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের নিকট পাওনা টাকাকে খরচ হিসেবে অবলোপন করা হয়।

নিম্নে অনাদায়ী পাওনা সংক্রান্ত একটি উদাহরণ দেয়া হলো:

মিতালি ট্রেডার্স এর ২০১৫ সালের প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ২,৫০,০০০ টাকা, এর মধ্যে কৃষ্ণা এন্ড কোং এর কাছে পাওনা ৭,০০০ টাকা আর পাওয়া যাবেনা বলে এ মর্মে নিশ্চিত হওয়া গেলো।

মিতালি ট্রেডার্স
জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৫ ডিসে.-৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব ..... ডেবিট প্রাপ্য হিসাব- কৃষ্ণা এন্ড কোং ..... ক্রেডিট [∵ কৃষ্ণা এন্ড কোং এর কাছে পাওনা অবলোপন করা হলো]		৭,০০০	৭,০০০

২. ভাতা বা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে প্রতি বছরের অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনার পরিমাণ ঐ বছরের শেষে অনুমান করা হয় এবং খরচ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। অনুমিত অনাদায়ী পাওনার জন্য বা অনাদায়ী পাওনা সৃষ্টির জন্য নিচের দাখিলা দিতে হয়।

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসে.-৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট		XXX	XXX

নিম্নে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি তুলো ধরা হলো:

উদাহরণ : ফাসিয়া লি: এর ২০১৫ সালে মোট ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১,৫০,০০০ টাকা। এর মধ্যে ডিসেম্বর ৩১, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিক্রয় ব্যবস্থাপক অনুমান করলেন যে, প্রাপ্য হিসাবের ৬,০০০ টাকা আদায় হবে না। এ অনুমানকৃত অনাদায়ী পাওনার জন্য নিম্নের জাবেদা দাখিলা হবে:

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৫ ডিসে.-৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট (অনুমিত অনাদায়ী হিসাবভুক্ত করা হলো।)		৬,০০০	৬,০০০

অনাদায়ী পাওনাকে বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন খরচ হিসেবে দেখানো হয়। যাতে বিক্রয় আয়ের বিপরীত ঐ বছরের অনাদায়ী খরচ মিলকরণ হয়। ভবিষ্যতে প্রাপ্য হিসাবের যে পরিমাণ অংশ আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবের উদ্বৃত্ত তা নির্দেশ করে।

এটি প্রাপ্য হিসাবের বিপরীত হিসাব। এ বিপরীত হিসাব আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়। আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হবে নিম্নরূপ:

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	চলতি সম্পদ:		
	প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
	বাদ : অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৬,০০০	
			৪৪,০০০

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ৫,০০,০০০ টাকা; ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা; অনাদায়ী প্রাপ্য হিসাব ২০,০০০ টাকা, অবশিষ্ট্য প্রাপ্য হিসাবের ১০% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে অনাদায়ী পাওনা সংক্রান্ত হিসাব কার্যক্রম, বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন করে দেখান।

সারসংক্ষেপ

- অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্তির দুটি পদ্ধতি রয়েছে। এদের একটিকে বলা হয় প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং অন্যটিকে বলা হয় ভাতা বা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি।
- যে পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনাকে সরাসরি প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয় তাকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বলে।
- যে পদ্ধতিতে অনাদায়ী ও সন্দেহেজনক পাওনা অনুমান করে বছর শেষে খরচ হিসেবে দেখানো হয় তাকে ভাতা বা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অনাদায়ী পাওনাকে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখানো হয়

ক. পরিচালন খরচ হিসাবে খ. অপরিচালন খরচ হিসাবে

গ. অপরিচালন আয় হিসাবে ঘ. অপরিচালন ব্যয় হিসাবে

২. অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্তির পদ্ধতি কয়টি?

ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৩. অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবের সঙ্গে–
ক. যোগ করতে হবে খ. বিয়োগ করতে হবে
গ. গুণ করতে হবে ঘ. ভাগ করতে হবে

৪. অনাদায়ী পাওনার জন্য আগাম ব্যবস্থাকে কি বলে?
ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি খ. প্রাপ্য হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি
খ. প্রদেয় হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি গ. প্রাপ্য বিলের বাট্টা সঞ্চিতি

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

সুমী এন্ড কোং– এর ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ২,১০,০০০ টাকা। উক্ত তারিখে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা ছিল ১০,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানটি প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখার সিদ্ধান্ত নিল। ২০১৫ সালের ১ তারিখে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ ছিল ১২,০০০ টাকা।

৫. অনাদায়ী পাওনা বিষয়টি লিপিবদ্ধকরণে–
i. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট ii. অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট
iii. প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. হিসাব বছরের অনুমিত অনাদায়ী পাওনা বা নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ কত হবে?
ক. ১০,০০০ টাকা খ. ১৫,০০০ টাকা
গ. ১২,০০০ টাকা ঘ. ৯,০০০ টাকা

পাঠ-৬.৫ অনাদায়ী পাওনা আদায়ের হিসাবরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অনাদায়ী পাওনা আদায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জাবেদাভুক্তির মাধ্যমে পূর্বে অবলোপনকৃত প্রাপ্য হিসাব পুন: প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।
- স্বাভাবিক জাবেদা দাখিলা প্রদানের মাধ্যমে অনাদায়ী পাওনা আদায়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

অনাদায়ী পাওনা আদায়: অনাদায়ী পাওনার মানে হলো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যে পরিমাণ প্রাপ্য হিসাবের টাকা আর আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যদিও বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রির সময় সকল প্রকার যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে ক্রেতার ক্রীত পণ্যের অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে থাকেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বশত: এ অর্থ পরিশোধ করতে অপারগ হয়। মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তাই অনেক সময় অবলোপনকৃত প্রাপ্য হিসাবধারীদের নিকট হতে পাওনা টাকা আদায় হয়ে থাকে। অনাদায়ী পাওনা আদায় হলে তা জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে হিসাবভূক্ত করা হয়ে থাকে। অনাদায়ী পাওনা আদায়ের হিসাবভূক্তির জন্য দু'টি জাবেদা দাখিলা দিতে হয়।

উদাহরণ:

জাসিয়াহ ট্রেডার্স এর ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্বে অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ টাকা আফিকের নিকট হতে পাওয়া গেলো।

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৫ ডিসে.-৩১	প্রাপ্য হিসাব-আফিক ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট [পূর্বে অবলোপনকৃত আফিকের হিসাবটি পুন:প্রতিষ্ঠা করা হলো)		৫,০০০	৫,০০০
ডিসে.-৩১	নগদান হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব -আফিক ক্রেডিট [আফিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা হিসাবভুক্ত করা হলো]		৫,০০০	৫,০০০

শিক্ষার্থীর কাজ একটি কাল্পনিক লেনদেনের সাহায্যের অনাদায়ী পাওনা আদায় সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা দিন।

সারসংক্ষেপ

- পূর্বে অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা যদি পরবর্তীতে আদায় হয় তাহলে তাকে অনাদায়ী পাওনা আদায় বলে।
- এই অনাদায়ী পাওনা আদায়ের জন্য দুটি জাবেদার দাখিলা দিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অনাদায়ী পাওনা আদায় হিসাবভুক্ত হয়–
ক. জাবেদার মাধ্যমে খ. খতিয়ানের মাধ্যমে গ. রেওয়ামিলের মাধ্যমে ঘ. ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে

২. অনাদায়ী পাওনা আদায়ের জাবেদা দাখিলা–
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৩. অনাদায়ী পাওনা হিসাব পুনঃআদায়ে প্রাপ্য হিসাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য–
i. প্রাপ্য হিসাব ডেবিট ii. সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট iii. অনাদায়ী পাওনা হিসাব ক্রেডিট
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii গ. i, ii ও iii

পাঠ-৬.৬ প্রাপ্য বিলের/ নোটের ধারণা, প্রস্তুতকরণ, বাট্টাকরণ, প্রত্যাখ্যান এবং নবায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাপ্য বিল/ নোট সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রাপ্য বিল প্রস্তুত করতে পারবেন, বাট্টাকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাপ্য বিলের প্রত্যাখ্যান ও নবায়ন হিসাবভুক্ত করতে পারবেন।

প্রাপ্য বিলের ধারণা ও প্রস্তুতকরণ: প্রাচিনকালে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিসর সীমিত ছিল। ক্রয়-বিক্রয় ও দেনা-পাওনা সাধারণত টাকায় নিস্পত্তি করা হতো। পরবর্তীতে সময়ের বিবর্তনে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উৎপাদন, যান্ত্রীকিকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। নগদ অর্থ বহন ও নগদ লেনদেন ঝুঁকিপূর্ণ, জটিল ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। ফলে অর্থের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন দলিলের প্রয়োজন দেখা দিল। এ প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রাপ্য বিল বা প্রাপ্য নোটের প্রচলন হয়।

প্রাপ্য বিল বা প্রাপ্য নোট বলতে অঙ্গীকারপত্রকে বুঝায়। এগুলো সাধারণত ধারে ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি এবং নগদ অর্থ লেনদেন ও বহনের ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যবহার শুরু হয়। যে লিখিত দলিলে চাহিবামাত্র বা ভবিষ্যৎ কোনো নির্দিষ্ট তারিখে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করা হয় তাকে প্রাপ্য বিল বা প্রাপ্য নোট বলে। প্রাপ্য বিলের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করে বা নোট প্রস্তুত করে তাকে প্রস্তুতকারক বলে। বিলে প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকতে পারে অথবা শুধুমাত্র বিলের বাহককে প্রদেয় এ শব্দগুলো উল্লেখ থাকতে পারে। প্রাপ্য বিলের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। মেয়াদ শেষে প্রাপ্য হিসাবের অর্থ নগদে পরিশোধ করে। অনেক সময় প্রাপ্য বিলে বাহক বা পাওনাদার মেয়াদপূর্তির আগে নির্দিষ্ট বাট্টায় বাট্টা করে নগদ অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

নিম্নে একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রাপ্য হিসাব প্রস্তুত দেখানো হলো:

উদাহরণ:

নেত্রকোণার জনাব মুত্তাকী ঢাকার জনাব সাকী- এর উপর ৫০,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল প্রস্তুত করল। জনাব সাকী যথারীতি বিলে স্বীকৃতি দিলো।

প্রাপ্য বিলের নমুনা

টিকেট	টাকা : ৫০,০০০	তারিখ : ১০ মে ২০১৫ ঢাকা

আজ থেকে ৯০ দিন পর জনাব মুত্তাকীকে অথবা বাহককের মূল্য প্রাপ্তির বিনিময়ে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করা হোক।

বরাবর,
জনাব সাকী
উত্তরা, ঢাকা

জনাব মুত্তাকী

প্রাপ্য নোটের বাট্টাকরণ, প্রত্যাখ্যান এবং নবায়ন: প্রাপ্য নোটের ধারক বিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সাধারণত স্বীকৃতিদানকারী প্রাপ্য হিসাবের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতে পারে না। তাই নোটের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি পাওনাদার বিলের টাকা পেতে চায় তাহলে তাকে বিল বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠান বা বিলের দালালের নিকট হতে বাট্টা করতে হয়। ফলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কিছু কম মূল্যে টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

সুতরাং প্রাপ্য নোটের বাট্টাকরণ বলতে প্রাপ্য নোটের মেয়াদপূর্তির মূল্য থেকে কম মূল্য ভাঙ্গিয়ে অর্থ সংগ্রহকে বুঝায়।

সাধারণত অস্বীকৃতিজনিত কারণে প্রাপ্য নোট প্রত্যাখ্যান হয়ে থাকে। তবে মেয়াদ পূর্তিতে যদি প্রাপ্য নোটের টাকা পরিশোধ করা না হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান হয়। এ ধরণের প্রত্যাখ্যানকে অপরিশোধজনিত প্রত্যাখ্যান বলে। প্রত্যাখ্যাত নোট তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং এটি আর হস্তান্তর করা যায় না। তবে নোট প্রস্তুতকারীর উপর প্রাপকের দাবী অটুট থাকে।

মেয়াদপূর্তিতে প্রাপ্য নোটের অর্থ আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী পরিশোধ করতে পারবে না মনে করলে বিলটি প্রত্যাখ্যান না করে, তার পরিবর্তে বেশি দিন মেয়াদি নতুন বিল প্রস্তুত করতে পারেন। এভাবে ধারক ও স্বীকৃতিকারী উভয়ে সম্মত হয়ে কোনো প্রাপ্য নোট মেয়াদপূর্তির পূর্বে বাতিল করে নতুন মেয়াদের নতুন প্রাপ্য নোট প্রস্তুত ও স্বীকৃতি প্রদান করলে তাকে প্রাপ্য নোটের নবায়ন বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনাব জুয়েল ৫,০০,০০০ টাকার পণ্য পুঠিয়ার আলীর নিকট ধারে বিক্রয় করল। এ লেনদেনটি দ্বারা একটি প্রাপ্য নোট প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

- সময়ের বিবর্তনে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে নগদ অর্থের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন প্রকার নোটের প্রচলন শুরু হয়।
- বিলগুলোকে নগদ অর্থে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বিলের বাট্টাকরণ বলা হয়।
- উভয়ের সম্মতিতে মেয়াদপুর্তির পূর্বে প্রাপ্য বিল বাতিল করে নতুন করে বিলে স্বীকৃতি দিলে তাকে প্রাপ্য বিলের নবায়ন বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে প্রাপ্য বিলের টাকা পেতে হলে বিলটি–
ক. বাট্টাকরণ করতে হবে খ.নবায়ন করতে হবে
গ.হস্তান্তর করতে হবে ঘ.স্বীকৃতি দিতে হবে

২. প্রাপ্য বিলের বাট্টাকরণ করলে বিলের মূল্য অপেক্ষা টাকা–
ক. বেশি পাওয়া যায় খ.সমান পাওয়া যায়
গ. কম পাওয়া যায় ঘ.দ্বিগুন পাওয়া যায়

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব মাহী, জুহার কাছে পাওনার নিস্পত্তিতে ৩ মাস মেয়াদী ২০,০০০ টাকার একটি বিল পেল এবং বিলটি ব্যাংক থেকে ১০% হারে বাট্টা করল।

৩. প্রাপ্য বিলের বাট্টাকৃত মূল্য কত?
ক. ১৮,০০০ টাকা খ. ১৯,০০০ টাকা
গ. ১৯,৫০০ টাকা ঘ. ১৮,৫০০ টাকা

৪. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণে লেনদেনটি জনাব মাহীর বহিতে লিপিবদ্ধকরণে–
i. ব্যাংক হিসাব ডেবিট হবে ii. প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট হবে
iii. প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও ii

পাঠ-৬.৭ প্রাপ্য নোট বিক্রয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাপ্য নোটের বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রাপ্য নোটের জাবেদা দাখিলা প্রদান করতে পারবেন।

প্রাপ্য নোট বিক্রয় এবং বাট্টাকরণ প্রায় একই রকম। তবুও এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাপ্য নোটের বাট্টাকরণ করা হলে যদি পরবর্তীতে এটি প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তার পরবর্তী দায় বিলের মালিককে বহন করতে হয়। কিন্তু প্রাপ্য নোট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালিকের কোনো দায় দায়িত্ব থাকে না।
প্রাপ্য নোটের বিক্রয় সংক্রান্ত নিম্নের জাবেদা দাখিলা দিতে হয়।

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ:পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
জুন-৬	নগদান হিসাব ..... ডেবিট (বিক্রয় মূল্য) সার্ভিস চার্জ ..... ডেবিট প্রাপ্য বিল হিসাব ..... ক্রেডিট			

প্রাপ্য নোটের হিসাবরক্ষণ (Accounting for Notes receivable)

প্রাপ্য নোট হিসাবভুক্ত করতে যে সমস্ত দাখিলার প্রয়োজন হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হল:

১	**যখন প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে প্রাপ্য নোট পাওয়া যায়:**				
	প্রাপ্য নোট/প্রাপ্য বিল হিসাব	ডেবিট		*	
	প্রাপ্য হিসাব		ক্রেডিট		*
২	**মেয়াদপুর্তিকালে সুদসহ নোটের টাকা পাওয়া গেলে:**				
	ক. যদি হিসাব কালের মধ্যে নোটের মেয়াদপূর্তিতে টাকা পাওয়া যায়:				
	নগদান হিসাব	ডেবিট		*	
	প্রাপ্য নোট হিসাব		ক্রেডিট		*
	সুদ আয় হিসাব		ক্রেডিট		*
	খ. যদি এক হিসাব কালে নোট তৈরি হয় এবং অন্য হিসাব কালে নোটের মেয়াপূর্তি হয়:				
	i. হিসাব কাল শেষে প্রাপ্য সুদ হিসাবভুক্ত করার জন্য				
	প্রাপ্য সুদ হিসাব	ডেবিট		*	
	সুদ আয় হিসাব		ক্রেডিট		*
	ii. মেয়াদ শেষে সুদসহ নোটের টাকা আদায় হলে:				
	নগদান হিসাব	ডেডিট		*	
	প্রাপ্য নোট হিসাব		ক্রেডিট		*
	প্রাপ্য সুদ হিসাব		ক্রেডিট		*
	সুদ আয় হিসাব		ক্রেডিট		*
৩	**প্রাপ্য নোট ব্যাংক হতে বাট্টা করা হলে–**				
	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		*	
	সুদ খরচ (বাট্টা) হিসাব	ডেবিট		*	
	প্রাপ্য নোট হিসাব		ক্রেডিট		*

৪	**প্রাপ্য নোট প্রত্যাখ্যাত হলে–**				
	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট		*	
	প্রাপ্য নোট হিসাব		ক্রেডিট		*
৫	**বাট্টাকৃত নোট প্রত্যাখ্যাত হলে–**				
	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট		*	
	ব্যাংক হিসাব		ক্রেডিট		*
৬	**প্রাপ্য নোট নবায়নের জন্য–**				
	ক. পূর্বের নোট বাতিল করা হলে–				
	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট		*	
	প্রাপ্য নোট হিসাব		ক্রেডিট		*
	খ. সুদসহ নতুন নোট পাওয়া গেল:				
	প্রাপ্য নোট হিসাব	ডেবিট		*	
	প্রাপ্য হিসাব		ক্রেডিট		*
	সুদ আয় হিসাব		ক্রেডিট		*
	গ. **মেয়াদ শেষে যখন নবায়নকৃত প্রাপ্য নোটের টাকা পাওয়া যায়:**				
	নগদান হিসাব	ডেবিট		*	
	প্রাপ্য নোট হিসাব		ক্রেডিট		*

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাপ্য বিল প্রত্যখ্যান ও বিক্রয়ের মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- প্রাপ্য নোট বাট্টাকরণের পর প্রত্যাখ্যান হলে বিলের মালিককে এর দায় বহন করতে হয়।
- প্রাপ্য বিল বিক্রয় করলে পরবর্তীতে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হলে মালিককে এর কোন দায় বহন করতে হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণের পর প্রত্যাখ্যাত হলে এর দায় বহন করতে হয়–

ক. মালিককে খ. বাট্টাকারী প্রতিষ্ঠানকে

গ. ব্যবস্থাপককে ঘ. হিসাবরক্ষককে

২. কোন পরিস্থিতে বিলের কোন দায়িত্ব বহন করা লাগে না?

ক. ক্রয় করলে খ. বাট্টাকরণে

গ. বিক্রয় করলে ঘ. হস্তান্তর করলে

৩. জনাব ঝিলন ৩ মাস মেয়াদী ৩০,০০০ টাকার বিল ১০% হারে ব্যাংক হতে বাট্টা করল। এক্ষেত্রে বাট্টাকৃত অর্থের পরিমাণ কত?

ক. ২৮,০০০ টাকা খ. ২৯,২৫০ টাকা

গ. ২৭,০০০ টাকা ঘ. ২৯,০০০ টাকা

সৃজনশীল উদাহরণ ও সমাধান

উদাহরণ- ১

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে হাসান স্টোরের অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা। ২০১৩ সালে তাদের অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,০০০ টাকা। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ১,২০,০০০ টাকা। হাসান স্টোর প্রাপ্য হিসাবের উপর বার্ষিক ১০% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি বাদ দিয়ে থাকে। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে অনাদায়ী পাওনা হিসাবের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৫০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা। ৩১-১২-২০১৪ এবং ৩১-১২-২০১৫ তারিখে মোট প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৫০,০০০ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা।

ক. নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ আয় বিবরণীতে স্থানান্তর কর।
খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব তৈরি কর।
গ. অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি কর।

সমাধান:

ক. গণনা কার্য:

২০১৩:

নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ১০% হারে $= \frac{১২০০০০ \times ১০}{১০০}$ = ১২,০০০ টাকা।

২০১৪:

নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ১০% হারে $= \frac{১৫০০০০ \times ১০}{১০০}$ = ১৫,০০০ টাকা।

২০১৫:

নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ১০% হারে $= \frac{১২০০০০ \times ১০}{১০০}$ = ১২,০০০ টাকা।

নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ আয় বিবরণীতে স্থানান্তর :

বিবরণ	২০১৩ (টাকা)	২০১৪ (টাকা)	২০১৫ (টাকা)
অনাদায়ী পাওনা	৪,০০০	৪,৫০০	৪,০০০
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১২,০০০	১৫,০০০	১২,০০০
	১৬,০০০	১৯,৫০০	১৬,০০০
বাদ : পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৫,০০০	১২,০০০	১৫,০০০
আয় বিবরণীতে স্থানান্তর	১১,০০০	৭,৫০০	১,০০০

অনাদায়ী পাওনা হিসাব

খ.

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	পরিমাণ (টাকা)
২০১৩ ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব		১১,০০০	২০১৩ ডিসে: ৩১	আয় সারাংশ হিসাব		১১,০০০
২০১৪ ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব		৭,৫০০	২০১৪ ডিসে: ৩১	আয় সারাংশ হিসাব		৭,৫০০
২০১৫ ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব		১,০০০	২০১৫ ডিসে: ৩১	আয় সারাংশ হিসাব		১,০০০

অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি হিসাব

গ.

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	পরিমাণ (টাকা)
২০১৩				২০১৩			
ডিসে: ৩১	প্রাপ্য হিসাব		৪,০০০	জানু : ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৫,০০০
ডিসে: ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১২,০০০	ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব		১১,০০০
			১৬,০০০				১৬,০০০
২০১৪				২০১৪			
ডিসে: ৩১	প্রাপ্য হিসাব		৪,৫০০	জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি		১২,০০০
ডিসে: ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১৫,০০০	ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব		৭,৫০০
			১৯,৫০০				১৯,৫০০
২০১৫				২০১৫			
ডিসে: ৩১	প্রাপ্য হিসাব		৪,০০০	জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি		১৫,০০০
ডিসে: ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১২,০০০	ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব		১,০০০
			১৬,০০০				১৬,০০০
				২০১৬			
				জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি		১২,০০০

উদাহরণ- ২

২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে মুন্নী এন্ড কোং-এর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ছিল ৩,৬০০ টাকা। ২০১৫ সালে প্রকৃত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৪,০০০ টাকায় উপনীত হয়। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা ৪,০০০ টাকা সমন্বয় করার পর প্রাপ্য হিসাব ৫৬,০০০ টাকায় উপনীত হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

করণীয়:

ক. মুন্নী এন্ড কোং এর জাবেদা বই প্রস্তুত করুন।

খ. মুন্নী এন্ড কোং এর অনাদায়ী পাওনা হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করুন।

গ. মুন্নী এন্ড কোং এর আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুন।

সমাধান:

ক.

মুন্নী এন্ড কোং
জাবেদা বই

তারিখ	বিবরণ		খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৫					
ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব	ডেবিট		৪,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট			৪,০০০
	(চলতি বছরের অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো)				
" ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব	ডেবিট		৩,২০০	
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব	ক্রেডিট			৩,২০০
	(অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি হিসাবভুক্ত করা হলো)				
" ৩১	আয় সারাংশ হিসাব	ডেবিট		৩,২০০০	
	অনাদায়ী পাওনা হিসাব	ক্রেডিট			৩,২০০
	[অনাদায়ী পাওনা হিসাব বন্ধ করা হল।]				

খ.

মুন্নী এন্ড কোং-এর
অনাদায়ী পাওনা হিসাব

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	পরিমাণ (টাকা)
২০১৫ ডিসেঃ ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব		৩,২০০	২০১৫ ডিসেঃ ৩১	আয় সারাংশ হিসাব		৩,২০০
			৩,২০০				৩,২০০

অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	পরিমাণ (টাকা)
২০১৫				২০১৫			
ডিসেঃ ৩১	প্রাপ্য হিসাব		৪,০০০	জানুঃ ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৩,৬০০
ডিসেঃ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২,৮০০	ডিসেঃ ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব		৩,২০০
			৬,৮০০				৬,৮০০
				২০১৬			
				জানুঃ ১	ব্যালেন্স বি/ডি		২,৮০০

গ.

মুন্নী এন্ড কোং-এর
২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের জন্য
আয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
অনাদায়ী পাওনা	৪,০০০	
যোগ : নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৮০০	
	৬,৮০০	
বাদ : পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৩,৬০০	
		৩,২০০
		৩,২০০

মুন্নী এন্ড কোং-এর
২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের
আর্থিক অবস্থার বিবরণী

হিসাবের নাম	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ :		
প্রাপ্য হিসাব	৫৬,০০০	
বাদ : অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৮০০	
		৫৩,২০০
		৫৩,২০০

উদাহরণ- ৩

২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে আসাদ এন্ড কোম্পানির অনাদায়ী ও সন্দেহজনিত পাওনা সঞ্চিতি হিসাবে ১,০০০ টাকা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ছিল। উক্ত বছরে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৮০০ টাকা হয়েছিল।

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসেবের পরিমাণ ছিল ৪০,০০০ টাকা। উক্ত প্রাপ্য হিসেবের ওপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনিত পাওনা সঞ্চিতি ২,০০০ টাকা।

২০১৫ সালের অনাদায়ী পাওনা ছিল ৬০০ টাকা। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ টাকা। এর ওপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনিত পাওনা সঞ্চিতি ১,৫০০ টাকা ধরতে হবে। আয় বিবরণী হিসাবে স্থানান্তর ২০১৪ সালের ১,৮০০ টাকা এবং ২০১৫ সালে ১০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. আসাদ এন্ড কোম্পানির বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা প্রস্তুত করুন।
খ. আসাদ এন্ড কোম্পানির বইতে অনাদায়ী পাওনা হিসাব অনাদায়ী ও সন্দেহজনিত পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করুন।
গ. আসাদ এন্ড কোম্পানির বইতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন।

সমাধানঃ

ক.

আসাদ এন্ড কোম্পানি-এর
জাবেদা বই

তারিখ	বিবরণ		খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৪					
ডিসেঃ ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব	ডেবিট		৮০০	
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট			৮০০
	(চলতি বছরের লিখিত অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো)				
” ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব	ডেবিট		১,৮০০	
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব	ক্রেডিট			১,৮০০
	(অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ভুক্ত করা হলো)				
” ৩১	আয় সারাংশ হিসাব	ডেবিট		১,৮০০	
	অনাদায়ী পাওনা হিসাব	ক্রেডিট			১,৮০০
	(অনাদায়ী পাওনা হিসাব বন্ধ করা হলো)				
২০১৫					
ডিসেঃ ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব	ডেবিট		৬০০	
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট			৮০০
	(চলতি বছরের লিখিত অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো)				
” ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব	ডেবিট		১০০	
	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব	ক্রেডিট			১০০
	(অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবভুক্ত করা হলো)				
” ৩১	আয় সারাংশ	ডেবিট		১০০	
	অনাদায়ী পাওনা হিসাব	ক্রেডিট			১০০
	(অনাদায়ী পাওনা হিসাব বন্ধ করা হলো)				

খ.

অনাদায়ী পাওনা হিসাব

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	পরিমাণ (টাকা)
২০১৪				২০১৪			
ডিসেঃ ৩১	আয় সারাংশ হিসাব		১,৮০০	ডিসেঃ ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব		১,৮০০
			১,৮০০				১,৮০০
২০১৫				২০১৫			
ডিসেঃ ৩১	আয় সারাংশ হিসাব		১০০	ডিসেঃ ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব		১০০
			১০০				১০০

অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	পরিমাণ (টাকা)
২০১৪				২০১৪			
ডিসেঃ ৩১	প্রাপ্য হিসাব		৮০০	জানু : ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১,০০০
" ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২,০০০	ডিসেঃ ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব		১,৮০০
			২,৮০০				২,৮০০
২০১৫				২০১৫			
ডিসেঃ ৩১	প্রাপ্য হিসাব		৬০০	জানু : ১	ব্যালেন্স বি/ডি		২,০০০
" ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১,৫০০	ডিসেঃ ৩১	অনাদায়ী হিসাব		১০০
			২,১০০				২,১০০
				২০১৬			
				জানু : ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১,৫০০

গ.

আসাদ এন্ড কোম্পানি-এর
আর্থিক অবস্থার বিবরণী

দায়সমূহ	ঢাকা	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা	টাকা
			২০১৪, ডিসে. ৩১		
			প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
			বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,০০০	
					৩৮,০০০
					৩৮,০০০
			২০১৫, ডিসে. ৩১		
			প্রাপ্য হিসাব	৩০,০০০	
			বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৫০০	
					২৮,৫০০
					২৮,৫০০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি জনাব শাহেদ এর হিসাব বই থেকে নেয়া হয়েছে।

২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ ৩০০ টাকা ছিল। উক্ত বছরে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা সমন্বিত করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

ক. হিসাব বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করুন ।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করুন ।

২. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি আল-আমিন এর হিসাব বই হতে নেয়া হয়েছে।

২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ ছিল ৮০০ টাকা। উক্ত বছরে হিসাবভুক্ত অনাদায়ী পাওনা ৬০০ টাকা। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ১২,০০০ টাকা। অলিখিত অতিরিক্ত অনাদায়ী পাওনা ৩০০ টাকা। অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি ৫%-এ উন্নিত কর।

ক. হিসাব বইতে জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন ।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব সঞ্চিতি নির্ণয় করুন ।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় করুন ।

৩. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে মামুন এন্ড কোং-এর হিসাব বই হতে নেয়া হয়েছে।

২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মামুন এন্ড কোং-এর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৬৮,৫০০ টাকা। এর মধ্যে ১,৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

ক. প্রয়োজনীয় জাবেদা প্রদান করুন।

খ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করুন ।

গ. মামুন এন্ড কোং এর বইতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন ।

৪. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে হুমায়ুন এন্ড কোং এর হিসাব বই হতে নেয়া হয়েছে।

২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে আফনান এন্ড কোং এর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ ছিল ২,০০০ টাকা। উক্ত বছরের অনাদায়ী পাওনা ১,৫০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়েছিল ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে খতিয়ান হিসাব অনুযায়ী প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩০,৫০০ টাকা হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে আরও ৫০০ টাকা অনাদায়ী পাওনা গণ্য করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% নিয়ে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করা হবে।

ক. নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় করুন ।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করুন ।

গ. বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুন।

৫. মেসার্স হানিফ এন্ড কোং-এর হিসাব বই হতে নেয়া হয়েছে।

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মেসার্স হানিফ এন্ড কোং এর অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১২০০ টাকা হয়েছিল। মিঃ হানিফ প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% ধরে অনাদায়ী এবং সন্দেহজনিত পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৩৬,০০০ টাকা।

২০১৫ সালের শেষে প্রকৃত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ হলো ৯০০ টাকা। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ হলো ৪৫,০০০ টাকা এবং এর উপর ৫% ধরে নতুন অনাদায়ী ও সন্দেহজনিত পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

ক. নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করুন ।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করুন ।

গ. বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন ।

৬. জনাব লিয়াকত উল্লাহর হিসাব বই হতে নেয়া হয়েছে।

১ জানুয়ারি ২০১৩ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ১,৫০০ টাকা। উক্ত বছরে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত হয়েছে ৯২০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা হয়েছিল। প্রাপ্য হিসাবের ৬% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

২০১৪ সালে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত হয়েছে ৭৫০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা হয়েছিল। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৭% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

২০১৫ সালে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত হয়েছে ২০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ১২,০০০ টাকা হয়েছিল। অনাদায়ী পাওনা বাবদ আরও ১০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

ক. নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় করুন ।

খ. প্রয়োজনীয় অর্থ আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করুন ।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত করুন।

৭. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি জাসিয়াহ এন্ড কোং এর হিসাব বই হতে তুলে ধরা হলো।

১ জানুয়ারি ২০১৪ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ ছিল ৭৫০ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে প্রকৃত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৭৫০ টাকা হয়েছিল। উক্ত বছরে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ১১,০০০ টাকা ছিল এবং এর উপর ৫% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে প্রকৃত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৭৫০ টাকা হয়েছিল। উক্ত বছরে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা ছিল এবং এর ৩% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

ক. জাসিয়াহ এন্ড কোং এর জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন।

খ. অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত করুন।

গ. আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন ।

৮. শরীফ এন্ড কোং-এর নিম্নলিখিত তথ্যাবলি তার হিসাব বই থেকে নেয়া হয়েছে।

১ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ২,০০০ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ ঃ ২০১৪ সালে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে ২,০০০ টাকা। বছর শেষে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা। এর উপর ৫% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ঃ ২০১৫ সালে প্রকৃত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৩,০০০ টাকা হয়েছিল। বছর শেষে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ টাকা। এর উপর ৫% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

ক. প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব প্রস্তুত করুন ।

গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত করুন ।

৯. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি জনাব মিজান এন্ড কোং- এর হিসাব বই থেকে নেয়া হয়েছে।

	টাকা
অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি (১.১.১৫)	৩,০০০
হিসাবভুক্ত অনাদায়ী পাওনা (৩১.১২.১৫)	১,২০০
অলিখিত অনাদায়ী পাওনা (৩১.১২.১৫)	৪০০
প্রাপ্য হিসাব (৩১.১২.১৫)	২৫,০০০

প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করুন।

ক. জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করুন ।

গ. আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুন ।

১০. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে জনাব জামাল ট্রেডার্স-এর হিসাব বই হতে তুলে ধরা হয়েছে।

	টাকা
অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি (১.১.১৫)	১,৫০০
অনাদায়ী পাওনা (৩১.১২.১৫)	
লিখিত	৮০০
অলিখিত	৩০০
প্রাপ্য হিসাব (৩১.১২.১৫)	১৮,০০০

এ বছরের জন্য প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করুন।

ক. জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন।

খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব তৈরি করুন ।

গ. অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি হিসাব এবং বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১	ঃ	১.খ	২.গ	৩.ঘ	৪.ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২	ঃ	১.ক	২.ক	৩.খ	৪.গ	৫.খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩	ঃ	১.গ	২.খ	৩.খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪	ঃ	১.ক	২.খ	৩.খ	৪.ক	৫.গ ৬. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫	ঃ	১.ক	২.খ	৩.গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬	ঃ	১.ক	২.গ	৩.গ	৪.ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭	ঃ	১.ক	২.গ	৩.খ		